সংবাদ

18 OCT 2017

পাঠ্যবই মুদ্রণে শঙ্কা

আড়াই মাসে ছাপতে হবে ২৮ কোটি বই : দু'কোটির কার্যাদেশ হয়নি এখনও

রাকিব উদ্দিন

উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ হয়েছে মাত্র ৭ কোটি বই

৩২ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে ঢিলেঢালা

২০১৮ শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে মাত্র আড়াই মাস থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের 'সুখপাঠ্যকরণ' প্রায় দুই কোটি বই ছাপার কার্যাদেশ গতকাল পর্যন্ত দিতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। মোট ৩৫ কোটি ৪৩ লাখ কপি বইয়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত ছাপা হয়েছে মাত্র সাত কোটি বই। আড়াই মাসে ছাপতে হবে আরও ২৮ কোটি বই, যা এনসিটিবির অতীত অভিজ্ঞতার দেখা যায় কঠিন কাজ। এ কারণে নতুন বছরের শুরুতে সব বই মুদ্রণ ও বিতরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বইয়ের ছাপা, বাঁধাইয়ের মান নিয়েও শঙ্কিত সংস্থাটি। নতুন বছর শুরু হতে সময় কম থাকায় বইয়ের গুণগত মান, কাগজ ও বাঁধাইয়ের মান ভালো হচ্ছে কিনা-তা তদারক করার সুযোগও থাকছে না।

ভূঁইফোড় প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়ার তৎপরতা, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে মুদ্রণ শিল্প সমিতির বিরোধিতা এবং ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা না থাকা সত্ত্বেও কাজ পাওয়া ৩২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্তের কারণে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম ঢিলেঢালাভাবে এগোচ্ছে। যদিও ১ জানুয়ারি আগে সব বই মুদ্রণ করে স্কুল পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান দিন-রাত নিবিড়ভাবে তদারক করছেন আড়াই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আড়াই : মাসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি নিয়মিত ছাপাখানাও পরিদর্শন করছেন।

বই সরবরাহের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি

২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৯ কপি পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ বই মুদ্রণ ও এনসিটিবি'র কাছে সরবরাহ করা হয়েছে, সে তথ্য নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এনসিটিবি'র দাবি এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ কোটি বই ছাপা হয়ে গেছে, কিন্তু মুদ্রণ শিল্প সমিতির দাবি উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে প্রায় সাত কোটি বই। এ হিসেবে এখনও ছাপার বাকি রয়েছে প্রায় ২৮ কোটি কপি বই, যা আগামী আড়াই মাসে ছেপে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসে সরবরাহ করতে হবে। যদি বিগত বছরগুলোতে এই সময়ে অর্ধেকের বেশি বই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হতো।

এ ব্যাপারে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান ১৫ অক্টোবর সংবাদকে জানান, 'আমাদের প্রিন্টার্সরা (মুদ্রাকর) এখন পর্যন্ত প্রায় সাত কোটি বই ছেপে এনসিটিবিকে দিয়েছেন। এনসিটিবি'র লোকজন টাকা খেয়ে, ঘুষ নিয়ে অস্তিত্বহীন ও অযোগ্য অনেক প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব সমিতি নেবে না।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা ১৫ অক্টোবর সংবাদকে বলেন, এখন পর্যন্ত মোট বইয়ের ৪০ শতাংশ প্রায় ১৫ কোটি বই রেডি হয়ে গেছে। মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা যদি বলে থাকেন তারা সাত কোটি বই ছেপেছেন, তাহলে এই ব্যর্থতা তাদেরই নিতে হবে। কারণ প্রিন্টার্সরা আমাদের বই বুঝিয়ে দিয়ে ছাড়পত্র নিয়েছেন। আমাদের মনিটরিং এজেন্টও তাদের ছাড়পত্র দিয়েছে।'

২ মাসেও 'সুখপাঠ্যকরণ' বই মুদ্রণের কার্যাদেশ হয়নি

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য নবম শ্রেণীর ১২টি পাঠ্যবই 'সুখপাঠ্যকরণ' নাম দিয়ে সংশোধন করে নতুনরূপে ছাপা হচ্ছে। তবে বইগুলোর কনটেন্ট পরিবর্তন করা হয়নি। চলতি শিক্ষাবর্ষে বইয়ের কনটেন্টে সাম্প্রদায়িকীকরণের যে অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলোতে কোন পরিবর্তন আসেনি। ১২টি বই হলো- বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, উচ্চতর গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা, অর্থনীতি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং হিসাববিজ্ঞান বই। জানা গেছে, মোট ১০২টি লটে এই ১২টি বইয়ের মোট এক কোটি ৯২ লাখ কপি বই ছাপার জন্য গত জুলাইয়ে দরপত্র আহ্বান করে এনসিটিবি। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। এরপর প্রায় দুই মাস চলে গেলেও এসব বই মুদ্রণের কার্যাদেশ দিতে পারেনি সংস্থাটি। কারণ ৩২টি অযোগ্য ও অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে এসব বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়ার অভিযোগ করে আসছে মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা। এই অভিযোগে তারা কিছুদিন সারাদেশে বই মুদ্রণের কাজ বন্ধও রাখেন।

এ ব্যাপারে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান বলেন, এনসিটিবির কর্মচারীরা দুর্নীতি করে, টাকা খেয়ে অযোগ্য ও অস্তিত্বহীন কিছু প্রতিষ্ঠানকে সুখপাঠ্যকরণ বইয়ের কাজ দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এনসিটিবি নিযুক্ত মনিটরিং এজেন্ট 'বাল্টিক বিডি লিমিটেড'র পরিদর্শন প্রতিবেদনেও এ চিত্র উঠে এসেছে। কিন্তু সংস্থাটি অভিযুক্ত ও অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকেই কাজ দিতে মরিয়া।'

তিনি আরও বলেন, 'নিয়মানুযায়ী বই ছাপার ওয়ার্ক অর্ডার (কার্যাদেশ) দেয়ার ২৮ দিনের মধ্যে এনসিটিবি ও কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি হতে হয়। এরপর ৫৫ দিনের মধ্যে বই ছেপে সরবরাহ করতে হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগবে তিন মাস। কিন্তু নতুন বছরের বাকি রয়েছে মাত্র আড়াই মাস। এজন্য বই মুদ্রণে বিলম্ব হলে দায় এনসিটিবিকেই নিতে হবে।'

এ ব্যাপারে প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে সুখপাঠ্যকরণ বইয়ের কার্যাদেশ দিতে পারব বলে আশা করছি।'

অযোগ্য ও অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়ার অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'অভিযুক্ত ৩২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি এ বিষয়ে তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এবার নতুন করে দরপত্র আহ্বানের সুযোগ নেই।'

এনসিটিবি'র অপর এক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'তদন্ত কমিটি সহজেই প্রতিবেদন দিচ্ছে না বা প্রকাশ করছে না। ১২টি বইয়ের কার্যাদেশ দেয়ার পর তারা প্রতিবেদন জমা দেবে। এই সুযোগে অযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বিতীয় দফা বই মুদ্রণের কাজ পাচ্ছে।'

জানা গেছে, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৯ কপি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বই ২৪ কোটি ৩৬ লাখ ৮৪ হাজার ৪২৮ কপি। বাকি ১১ কোটি ছয় লাখ এক হাজার ৫২১ কপি বই প্রাথমিক স্তরের। মোট ৫টি টেন্ডারে (দরপত্র) ভাগ করে বই ছাপা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরের বাকি বইসহ দাখিল ও এবতেদায়ী স্তরের বই নিয়ে আলাদা টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বই মুদ্রণের দরপত্র প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি।